গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি তথ্য সার্ভিস এর আঞ্চলিক কার্যালয় রংপুর

পেপার ক্লিপিং

শিরোনামঃ রাণীশংকৈলে মাল্টা ও কমলা চাষের দিকে ঝুঁকছেন চাষিরা।

পত্রিকার নামঃ দৈনিক যুগের আলো প্রকাশের তারিখঃ ১০-অক্টোবর-২৩

দৈনিক যুগের আলো
আমরা মানবতার পক্ষে
উত্তরাঞ্চলের সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
রংপুরঃ মঙ্গলবার ২৫ আশ্বিন ১৪৩০ : ১০ অক্টোবর ২০২৩

রাণীশংকৈলে মাল্টা ও কমলা চাষের দিকে ঝুঁকছেন চাষিরা

রাণীশংকৈল (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি ॥ প্রতিটি গাছে থোকায় থোকায় দুলছে মালটা, কমলা, বাদামি লেবু এ যেন এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। দেখলেই যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ মাল্টা বাগান দেখতে আসছেন। এমনই দৃশ্য দেখা গেছে উত্তরের জনপদ ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলার। কৃষক আমিরুল ইসলাম এক একর জমিতে ধানসহ বিভিন্ন ফসলাদি চাষাবাদ করতেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি অন্যান্য ফসল বাদ দিয়ে মাল্টা বাগানের জন্য গাছ রোপন করেন। হঠাৎ মাল্টা গাছ রোপনের কারণে গ্রামের লোকজন তাকে বিভিন্নভাবে কূটুক্তি করেন। বিভিন্ন ব্যাঙ্গ করে কথাবার্তাও বলেছেন।

কৃষক আমিরুল ইসলামের বাড়ী উপজেলার হোসেনগাঁও ইউনিয়নের ক্ষুদ্র বাশঁবাড়ী গ্রামে। তিনি ওই গ্রামেই তার নিজস্ব জমিতে প্রায় ২৭০টি মাল্টা গাছ রোপন করেছেন। আমিরুল ইসলাম জানান, গেল বছর থেকে ফলন আসা শুরু করেছে সে বছর লাখ টাকার মাল্টা বিক্রি করেছেন। এবারে ফলন প্রায় ১শ ৫০ মণ হতে পারে যা বাজারে প্রায় তিন লাখ টাকায় বিক্রি করা যাবে বলে আশা করছেন।

তিনি এ প্রতিবেদককে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, মাল্টা চাষবাদের শুরুটা বেশ কষ্টের ছিল। গাছ হবে মাল্টা হবে না,পরিশ্রম হবে, সফলতা পাবে না। আমিরুল পাগল হয়ে গেছে, এই মাটিতে মাল্টা হয় নাকি,সে এক সময় পোস্তাবে ইত্যাদি কথা শুনতে হয়েছে তাকে।

আমিরুল ইসলাম বলেন, যখন মাল্টা ফলন দেওয়া শুরু হলো তখন লোকে বলে মাল্টা মিষ্টি হবে না। এমন অনেক কূটু কথা উপেক্ষা করে তিনি এখন গ্রামে সফল মাল্টা চাষী হিসাবে পরিচিত লাভ করেছেন। সবাই তাকে মাল্টা আমিরুল বলে সম্বোধন করছেন।

আমিরুল ইসলাম জানান, রাণীশংকৈল উপজেলার সাবেক কৃষি কর্মকর্তা সঞ্জয় দেবনাথ ও তার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের উৎসাহ উদ্দীপনায় তিনি এ বাগান শুরু করেছিলেন। মাল্টার সব গাছ কৃষি অফিস থেকেই তাকে দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন।

আরেক কৃষক রাণীশংকৈল পৌর শহরের ভান্ডারা এলাকার জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, মাল্টা চাষের শুরুটা অনেক কূটুক্তি আর অসহ্যের ছিল। শুধু কূটুক্তির শিকার তিনি হননি। তার পরিবাররের লোকজনকেও স্থানীয়রা বিভিন্নভাবে ব্যাঙ্গ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল করে কথা বলেছেন। বর্তমানে তাদের মাল্টা বাগান ঘিরে স্থানীয়রা বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকার দর্শনার্থীরাও মাল্টা বাগান পরিদর্শন করছেন।

মাল্টা চাষী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, রাণীশংকৈল উপজেলার সাবেক কৃষি কর্মকর্তা (পদোন্নতি জনিত বদলি) সঞ্জয় দেবনাথের ব্যাপক উৎসাহ আর সহযোগিতায় তিনি এক একর জমিতে ৩৭০টি মাল্টা গাছ ৫ বছর আগে রোপন করেছেন। বর্তমানে ব্যাপক মাল্টা ফলন ধরেছে ২৬০০ টাকা মণে এ যাবত ১০০ মণ মাল্টা বিক্রি করেছেন। তিনি আশা করছেন এবারে প্রায় ৭ লাখ টাকার মাল্টা বিক্রি করবেন।

রাণীশংকৈল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম বলেন, এবারে ব্যাপক মাল্টার ফলন হয়েছে। আগামীতে এর থেকে আরো বেশি মাল্টা উৎপাদন হবে বলে প্রত্যাশা করছি। তিনি আরো বলেন, মাল্টা চাষীদের সার্বক্ষনিক উপজেলা কৃষি বিভাগ থেকে সব ধরনের পরামর্শ অব্যহত রয়েছে।□